SUBJECT: HUMAN DEVELOPMENT

SEMESTER: 4th

CORE COURSE: HMDACOR09T

ASSIGNED TOPIC:

TOPIC 4.

United Nations Declaration of the Rights of the Children, UN Convention 1989, National Plan for Children

ASSIGNED TO:

DR. MAYURAKSHEE GANGOPADHYAY
Assistant Professor
Department of Human Development
Dum Dum Motijheel College

Q1. Describe the concept of Declaration of the Rights of the Child, 1959.

Q1. শিশুদের অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র, 1959 বিষয়ে আলোচনা কর।

→ শিশুদের অধিকার ও তার সুরক্ষার বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা United Nations বহুবছর ধরে কাজ করে চলেছে। UNCRC বা United Nations Convention on the Rights of the Child-এর মাধ্যমে UN থেকে শিশুদের অধিকার সুরক্ষা বিষয়ে একটি ঘোষণাপত্র পেশ করেন। এই ঘোষণাপত্র প্রস্তুতিতে বহু দেশের বহু মানবাধিকার কর্মী যুক্ত থেকেছেন। 1946 সাল থেকে এই ঘোষণাপত্র বিষয়ে কাজ শুরু হয়। 1948 সালে সেই ঘোষণাপত্র সাতটি সূত্র বিষয় নিয়ে কাজ চলতে থাকে। অবশেষে 1959 সালের 20শে নভেম্বর UN-র সাধারণসভা বা General Assembly 10টি নীতিসহ শিশুদের আইন বিষয়ক ঘোষণাপত্রটি গ্রহণ করে। এই তারিখটি Universal Children's Day ~~[illegible]~~ হিসাবে এখনও সারাবিশ্বে পালন করা হয়।

এই ঘোষণাপত্রটিই পরবর্তী সময়ে 1989 সালে Convention হিসাবে UN থেকে আরও অনেক কিছু সংযোজন করে সমগ্র বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত করে দেয়।

শিশুদের অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সমগ্র বিশ্বে এটিই প্রথম লিখিত একটি দস্তাবেজ যা শিশুদের জন্য, তাদের অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য নির্মিত হয়েছিল।

তবে 1946 সালের আগে থেকেই শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল। তখন UN প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেইসময় LON বা League of Nations বা জাতিসংঘ 1924 সালে Geneva (জেনেভা) Declaration-এ শিশুদের অধিকার ও তার সুরক্ষায় প্রাপ্তবয়স্কদের দায়িত্ব বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করেছিল।

"Mankind owes to the child the best that it has to give" — এটিই ঘোষণাপত্রের মূল কথা।

1959 সালের ২০ শে নভেম্বর 78 টি সদস্যরাষ্ট্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণসভায় Resolution 1386 (XIV) দ্বারা শিশুদের অধিকারের ঘোষণাপত্রটি গ্রহণ করে।

কিন্তু এই ঘোষণাপত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উল্লেখ করা হয়নি, এই ঘোষণাপত্রে কোথাও বলা হয়নি শিশু বলতে কতবছর বয়সকে তারা অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছে, শৈশবের শুরু ও শেষ কোনোটাই তারা উল্লেখ করেনি।

এই ঘোষণাপত্রে কোথাও বলা হয়নি শিশুদের বিশেষ যত্ন ও সুরক্ষা বা নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা কতটা।

'Appropriate Legal Protection' বা যথাযথ আইনী নিরাপত্তার বিষয়টি শিশুদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ বা আইনী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা যে শিশুদেরও আছে ও তা তাদের অধিকার এ কথাও ঘোষণাপত্রে কোথাও উল্লেখ করেনি।

ঘোষণাপত্রের ১০টি প্রধান নীতি :→

i) সাম্যের অধিকার অর্থাৎ জাতি, শ্রেণী ও, ধর্ম-বর্ণ অনুযায়ী কোনো বৈষম্য করা হবে না।

ii) শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের সহায়ক নিরাপত্তামূলক বিশেষ অধিকার।

iii) নাম ও নাগরিকত্বের অধিকার

iv) যথাযথ পুষ্টি জোগান, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য চিকিৎসামূলক পরিষেবা লাভের অধিকার।

v) শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা ও দেখাশোনার অধিকার

vi) পিতামাতার ও সমাজের কাছ থেকে বোঝাপড়া ও ভালোবাসা লাভের অধিকার

vii) বিনোদনমূলক কাজ ও অবৈতনিক শিক্ষার অধিকার

viii) যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রথম সাহায্য প্রাপ্তির অধিকার।

ix) সবরকম অত্যাচার, নিগ্রহ ও অবহেলা থেকে নিরাপত্তার অধিকার।

x) বোঝাপড়া, সহনশীলতা, বন্ধুত্ব ও সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যে বড় হয়ে ওঠার অধিকার।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই ঘোষণাপত্রটি শিশুদের অধিকারের মূল অনেক জায়গাতেই পূর্ণ করেনি, তাই পরে কনভেনশন প্রয়োগের সময় আরও বহু বিষয় তাতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

— Mayurakshee Gangopadhyay

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 (UNCRC)

The Convention on the Rights of the Child -

আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি বহুদিন আগেই শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। শিশুদের সুরক্ষার জন্য 1959 সালে U.N. General Assembly তার Declaration on the Rights of the child - এ দশটি নীতির কথা বলেছে। General Assembly 1989 সালে CRC কে স্বীকৃতি দেয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ১৯৩ টি রাজ্য এই বিষয়টিকে সমর্থন করেন। এই কনভেনশন এ যেসমস্ত অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার সবকটি থেকে অনেকগুলি অত্যাচার থেকে শিশুদের সুরক্ষা বিষয়ক।

Article 19th of the C.R.C.

ক. পিতা-মাতা, আইনি অভিভাবক অথবা যার কাছে শিশুটি লালিত পালিত হয়েছে এই জাতীয় ক্ষেত্রে কোনো রকম শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার, আঘাত, অবহেলা, যৌন হেনস্থা ইত্যাদি থেকে শিশুটিকে আইনি, সামাজিক ও শিক্ষাগত সুরক্ষা দেওয়ার জন্য রাজ্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করবে।

খ. শিশুদের সুরক্ষা বিঘ্নিত হয় এমন ঘটনা সনাক্তকরণ প্রতিবেদন প্রদান, অনুসন্ধান, সাহায্য প্রদান এবং শিশুটির বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনার জন্য বিভিন্ন আইনানুগ সামাজিক কাঠামো গঠন করতে হবে।

Convention on the Rights of the Child

কনভেনশন অন দ্য রাইটস অফ দ্য চাইল্ড, ব্যক্তিগত

এবং সামাজিক ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নীতি প্রনয়ন করেছেন। এই কনভেনশনে 32 to 36 Article - এ বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি থেকে শিশুদের সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য Article গুলি শিশুদের অত্যাচার থেকে সুরক্ষার বিষয়ক শারীরিক ও মানসিক মানোন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। নিম্নলিখিত Article গুলি শিশু সুরক্ষা বিষয়ক আলোচনা করে –

Article - 11. (Kidnapping) – বলা হয়েছে যে, কোনো দেশ থেকে বেআইনিভাবে শিশু অপহৃত হলে সরকারকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। এক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভূমিকা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, অর্থনৈতিক স্বার্থে শিশু অপহরনের সাথে তার পিতা-মাতার সম্পর্ক থাকে।

Article-20. (children deprived of Family Environment)

যেসমস্ত শিশুরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন তাদের যথাযথ দেখভালের ও বিশেষ যত্নলাভের অধিকার আছে। যেসমস্ত ব্যক্তি তাদের সংস্কৃতি, ভাষাকে সম্মান করে তারা এই ধরনের সুরক্ষা পরিবার বিচ্ছিন্ন শিশুদের দিতে পারে।

Article-21. (Adoption)

যেসমস্ত শিশুদের দত্তক নেওয়া হয় তাদের যত্ন ও নিরাপত্তার অধিকার আছে। এই অধিকার স্থান, কাল, পাত্র ভেদে একই থাকে। অর্থাৎ যদি কোনো শিশুকে তার নিজের রাষ্ট্রের মধ্যেই কেউ দত্তক নেয় অথবা অন্য দেশের কেউ দত্তক নেয় তাহলেও তার যত্ন ও নিরাপত্তার অধিকার সে একই

ভাবে লাভ করবে।

Article-22. (Refugee children)-

যাযাবর শিশুদের বিশেষ সুরক্ষার অধিকার আছে, যাযাবর শিশুদের জোর করে তাদের গৃহ বা দেশ থেকে বিতাড়িত করা হলেও এই বিশেষ সুরক্ষার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হবে না, এমনকি এই কনভেনশন এর বাকি সমস্ত অধিকারও ভোগ করবে.

Article-32. (Child labour)-

যেসমস্ত কাজ শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন কাজ থেকে সরকার শিশুদের সুরক্ষা দেবে. কনভেনশন অনুযায়ী, ক্ষতিকারক কাজ থেকে সুরক্ষার কথা বললেও পরিবারের মধ্যে পিতামাতা শিশুদের এমন কাজ করতে বলে যা তাদের বয়স উপযোগী নয়, যদি শিশুরা পরিবারের কোনো কাজে বা ব্যবসায় অংশগ্রহণ করে যা তাদের বিকাশে সহায়ক তাহলে তা National Labour Law কে অবমাননা করে না, শিশুদের এমন কাজ করতে বলে বা করতে হবে যা তাদের Right to Education এবং Right to Relaxation and Play কে ক্ষতিগ্রস্ত করে না,

Article-33. (Drug Abuse)-

শিশুরা যাতে ক্ষতিকারক ড্রাগ সেবন না করে এবং কোনোভাবে ড্রাগ ব্যবসায় জড়িয়ে না পড়ে সেই বিষয়ে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে,

Article-34. (sextual Exploytation)-

যেকোন রকম যৌন হেনস্থা থেকে শিশুদের সুরক্ষা দেওয়া সরকারের অন্যতম কর্তব্য, এই ব্যবস্থাপনা Optional Protocol কর্তৃক কনভেনশন এ শিশু বিক্রয়, শিশু যৌন কর্মী এবং পর্নোগ্রাফীতে শিশুদের ব্যবহার প্রসঙ্গে শিশুদের সুরক্ষা বিষয়ে গৃহীত হয়েছে।

Article-35.(Abduction, sale and trafficking)- শিশুরা যাতে অত্যাচারিত না হয়, যাতে তাদের বিক্রয় করা না হয় এবং পাচার করা না হয় ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে তৎপর হতে হবে. এই ব্যবস্থাপনাটি optional Protocol কর্তৃক কনভেনশন এ শিশু বিক্রয়, শিশু যৌন কর্মী এবং পর্নোগ্রাফীতে শিশুদের ব্যবহার প্রসঙ্গে শিশুদের সুরক্ষা বিষয় গৃহীত হয়েছে।

Article-36. (Other froms of Exploitation) - শিশুদের সুযোগ নেওয়া হচ্ছে এবিরনের কোন কাজ থেকে অথবা এমন কাজ যা তাদের উন্নতি ও বিকাশকে প্রতিহত করছে তা থেকে তাদের সুরক্ষা দেওয়া একান্ত পালনীয় কর্তব্য.

Article.-37 (detention and punishment) - শিশুদের ক্ষতি করতে পারে এমন নৃশংস শাস্তি কেউ দিতে পারবে না. এমনকি যেসমস্ত শিশু আইনভঙ্গ করেছে তারাও নিষ্ঠুরতামূলক শাস্তি পাবে না. প্রাপ্ত বয়স্কদের সঙ্গে একসাথে কারাগারে বাস করবে না, আবার জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে না এবং তারা এমনভাবে থাকবে যাতে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে.

Article-38 (war and armed conflict)- যুদ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের সুরক্ষা ও যত্নের জন্য সরকারকে যাবতীয় পদক্ষেপ নিতে ১৫ বঃ বয়সের নীচে শিশুদের জোর করে যুদ্ধে পাঠানো যাবে না. কনভেনশন-এ optional protocol-এ যুদ্ধক্ষেত্রে শিশুদের অংশগ্রহণের বয়স কমপক্ষে ১৮ বঃ করা হয়েছে. তবে এই অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়.

Article-39. (Rehabilitation of child victim) -

যেসমস্ত শিশুরা অবহেলিত এবং অত্যাচারিত তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে যাতে তারা পুনরায় সমাজে মিশতে পারে, বিশেষ করে শিশুদের স্বাস্থ্য এবং আত্মসম্মান যাতে ক্ষুন্ন না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে,

Article-40 (juvenile justice) -

যদি কোনো শিশু আইন অমান্য করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তার আইনি সাহায্য লাভের অধিকার আছে, সরকারকে শিশুদের নির্দিষ্ট একটি বয়সকে নির্ধারণ করতে হবে, যার নীচে কোনো শিশুকে অপরাধী বলা যাবে না এবং তার ন্যায্য ও দ্রুত আইনি সহায়তা লাভ করবে,

Article-41 (Respect for superior national standards) -

কনভেনশন এ প্রকাশিত এই Article গুলি ছাড়া যদি কোনো রাষ্ট্রে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক আরো উন্নত আইন থাকে তবে সেই রাষ্ট্র সেই আইনগুলি ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারবে,

-MAYURAKSHEE GANGOPADHYAY

(1)

Q2. NATIONAL PLAN FOR CHILDREN.

Q2. শিশুদের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা বিষয়ে লেখো।

→ Ministry of women and child ~~welfare~~ Development (নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক) 2017 সালের ২৫ শে জানুয়ারী শিশুদের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা, 2016 প্রকাশ করে, এই পরিকল্পনায় শিশুদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার, নিগ্রহ, এবং মানুষের দ্বারা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনার চারটি মূল ক্ষেত্র রয়েছে — Survival বা বেঁচে থাকা, Health বা স্বাস্থ্য, Education and Development বা শিক্ষা ও উন্নয়ন এবং Protection and Participation বা নিরাপত্তা ও অংশগ্রহণ।

NPAC 2016 (National Plan of Action 2016) ভারতবর্ষে শিশুদের বর্তমান অবস্থার বিচার করে কাজের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করেছে। UNCRC -র নির্দেশগুলি মাথায় রেখে NPAC ভারতের সংবিধান অনুযায়ী শিশু সুরক্ষার পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ নিয়েছে। National Policy for Children 2013 (NPC 2013)-তে ভারতের সকল রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যাতে তাদের শিশুদের সকল অধিকার সুনিশ্চিত করে, 18 বছর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুর সুস্বাস্থ্য, বেঁচে থাকা, নিরাপত্তা ও বিকাশ যেন যথাযথভাবে অগ্রসর হয় তা দেখা এই পরিকল্পনার অন্যতম কাজ।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ যাতে সম্পন্ন হয় তার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রক ও পর্ষদের সহযুক্তি এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সমাজে যারা পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের শিশু, প্রতিবন্ধী শিশু, কন্যা, দরিদ্র পরিবারের শিশু এদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে কোনো প্রকার সামাজিক ক্ষতি তাদের ভোগ করতে না হয়।

জাতীয় স্তর থেকে প্রত্যেক রাজ্যকে নিজ নিজ পরিকল্পনা গঠন ও প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

NPAC 2016 এর মূল পরিকল্পনা ও কর্মক্ষেত্র:

(i) Beti Bachao Beti Padhao (বেটি বাচাও বেটি পড়াও)
(ii) Dindayal Disabled Rehabilitation scheme (দিনদয়াল বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পুনর্বাসন প্রকল্প)
(iii) ICDS
(iv) ইন্দিরা গান্ধী মাতৃত্ব সহযোগ যোজনা
(v) সুসংহত শিশু সুরক্ষা প্রকল্প
(vi) সুসংহত রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা
(vii) অভিযান জননী সুরক্ষা যোজনা
(viii) জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম
(ix) Mid-day Meal
(x) জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন
(xi) জাতীয় পুষ্টি মিশন
(xii) জাতীয় গ্রাম/শহর আজীবিকা প্রকল্প
(xiii) জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য মিশন
(xiv) জাতীয় AIDS নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী
(xv) প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা
(xvi) রাজীবগান্ধী জাতীয় ক্রেশ প্রকল্প
(xvii) চাইল্ডলা
(xviii) রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম
(xix) রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্যক্রম
(xx) সর্বশিক্ষা মিশন

NPC 2013 ও NPAC 2016 এর মূল লক্ষ্য:

(i) সমস্ত জরুরী পরিষেবা যা শিশুর বিকাশে সহায়ক তা প্রদান করা

3

(ii) শিশুদের সম্মান, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদান

(iii) 18 বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের সরকারি সহায়তা

(iv) মানসিক বিকাশ ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা শিশুদের সুস্থতা সুনির্দিষ্ট করা

(v). জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও সচেতনতা জাগরণ যাতে শিশুরা সামাজিক কোনো বৈষম্যের শিকার না হয়

(vi) সমাজে সাম্য ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা যা শিশুদের মধ্যে শৈশবকে সুন্দর করে তুলতে সাহায্য করবে,

(vii) শিশুদের আচরণ সংশোধনমূলক প্রকল্প গঠন ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে তাদের স্বাভাবিক সমাজ উপযোগী জীবনে নিয়ে আসা

(viii) পিতামাতা ও পরিবারকে শিশুযত্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান,

(ix) সম্প্রদায়ভিত্তিক শিশুকল্যাণ প্রকল্প গঠন

(x) পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি যত্নসহকারে বারংবার পর্যালোচনা করা ও ব্যবস্থা নেওয়া,

—Mayurakshee Gangopadhyay